দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... MAY 7 1999 ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

যেমন চলছে নর্থব্রুক হল লাইব্রেরি

শেষ বিকালের সূর্যালোকে বুড়িগঙ্গার পানিকে রাঙিয়ে দিচ্ছে। কেউ বা ছেঁটে আবার কেউ বা চারদিক সবুজে আচ্ছাদিত শ্বেত পাথরের আসনে বসে পত্রিকার পাতায় মগ্ন।

কল্পনায় নয়, ষাটের দশকের আগেও এ দৃশ্যই ছিল সাধারণ। ঢাকার নর্থব্রুক হল লাইব্রেরি নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলছিলেন ঢাকার এক বৃদ্ধ আদিবাসিন্দা।

১৮৮০ সালে তৎকালীন বড় লাট নর্থব্রুকের ঢাকা আগমন উপলক্ষে নগরীর ফরাশগঞ্জ এলাকায় একটি হল নির্মাণ করা হয়। এটিই ঐতিহাসিক নর্থব্রুক হল নামে পরিচিত। স্থানীয় জনগণের চাঁদায় হল কম্পাউন্ডে সর্বসাধারণের জন্য একটি লাইব্রেরি যুক্ত করা হয় ১৮৮২ সালে। পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন তৎকালীন জমিদার ও নবাবগণ। দাঙ্গার কারণে ১৯৫০ সালে লাইব্রেরিটির কার্যক্রম ব্যাহত হয়। ১৯৬৮ সালে তৎকালীন স্থানীয় চেয়ারম্যান মাওলা বখ্শ সরদারের উদ্যোগে লাইব্রেরিটি সংস্কার করে পুনরায় চালু করা হয়। বিপত্তি সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত লাইব্রেরিটি সচল রয়েছে।

বুড়িগঙ্গার পাশে মনোরম পরিবেশে লাল ইটের তৈরি সুউচ্চ লাইব্রেরি ভবনটি যে কাউকে আকৃষ্ট করে। তিন সিঁড়িযুক্ত কোয়ার্টার বৃত্তাকার প্রবেশদ্বার পেরুলে প্রথমেই প্রশস্ত বারান্দা। এর পরেই রয়েছে বৃহদাকার পড়ার টেবিল। চারপাশে আলমারি ভর্তি গ্রন্থরাজি। আলমারিসমূহ প্রতিষ্ঠানটির সূচনা পর্বের। লাইব্রেরিটির সংগ্রহের সুনাম জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। শুরুতে সুদূর লন্ডন থেকে বই সংগ্রহ করা হয়েছিল। পশ্চিমের দরজার পরেই রয়েছে বিরাটাকায় ডাব গাছ শোভিত উন্মুক্ত বাগান। পাঠকদের জন্য বসার বেঞ্চ। পাশ দিয়েই বয়ে চলছে বুড়িগঙ্গা।

বর্তমানে বৃহদাকার ছাব্বিশটি আলমারির মূল্যবান গ্রন্থরাজি উৎসাহী পাঠকদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। বই ইস্যু করা হচ্ছে না। প্রতিদিন এখানে পত্রিকা সরবরাহ করা হলেও সরবরাহকৃত পত্রিকার সবই দেয়া হয় না। সাপ্তাহিক-পাক্ষিক পত্রিকাগুলো অদৃশ্য কারণে মাসিক-ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পড়ার জন্য দেয়া হয়। উন্মুক্ত বাগানটি 'বড় ভাইদের' নিরাপদ আড্ডাস্থলে পরিণত হচ্ছে। পূর্বে প্রতিষ্ঠানটির প্রবেশদ্বার ছিল পশ্চিমাংশের বাকল্যান্ড বাঁধ। বর্তমানে তা অবৈধ আয়ের উৎস। অথচ সিটি কর্পোরেশন উদ্যোগী হলেই পাঠকরা আবার লাইব্রেরিটির সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারত।

এম. হাসান আলী